82344 - বড় অপবত্রিতা থকেে গোসল করার পদ্ধতি

প্রশ্ন

বড় ওযু করার পদ্ধতি কি? এখানে বভিন্নি মাযহাবরে মতামত বভিন্নিরকম। কোন মাযহাব অনুসরণ করা আমার উপর ফরয? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কভিাবে ছোট ওযু ও বড় ওযু করতনে?

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু লল্লিাহ।.

এক:

সুনর্দিষ্টি কোন মাযহাব অনুসরণ করা আপনার উপর ফরয নয়। বরং আপনার উপর ফরয হচ্ছে- নর্িভরযোগ্য কোন আলমেকে জজ্ঞিসে করা, যে আলমে তাঁর ইলম ও মর্যাদার কারণে মানুষরে মাঝে সুনাম অর্জন করছেনে। এরপর তনিি আপনার কাছে যসেব দ্বীনি বধিান বর্ণনা করবনে সগেুলো গ্রহণ করবনে। যদি বভিন্নি দ্বীনি বষিয়রে ক্ষত্রেে আলমেদরে মাঝে মতভদে থাকে এতে আপনার কোন ক্ষতি হবে না। আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রজ্ঞা মোতাবকে এ মতভদে সংঘটতি হোক এমনটি চয়েছেনে বধিায় এটি ঘটছে। যে মুসলমি সত্যকে জানার জন্য 'ইজতহিাদ' করার যোগ্যতা রাখনে না তার কর্তব্য হচ্ছে আলমেদরেকে জজ্ঞিসে করা। তার উপর এর চয়েে বশেি কছিু ফরয নয়।

দুই:

ইতপিূর্বে 11497 নং প্রশ্নোত্তরে ছোট অপবত্রিতা থকেে ওযু করার বস্তিারতি পদ্ধতি উল্লখে করা হয়ছে। এ বষিয়ে সখোনে দখো যতেে পার।ে

তনি:

বড় অপবত্রিতা থকেে গোসল করার পদ্ধতি নম্নিরূপ:

গোসলরে দুটো পদ্ধতি আছ:ে

ন্যূনতম বা জায়যে পদ্ধতি:

অর্থাৎ কউে যদি এ পদ্ধতিতে গোসল করে তাহলে তার গোসল শুদ্ধ হবে এবং সে বড় অপবত্রিতা থকেে পবত্রি হবে। আর যে ব্যক্তি এ পদ্ধতিতে কোন কসুর করবে তার গোসল শুদ্ধ হবে না।

পরপিূর্ণ মুস্তাহাব পদ্ধতি:

যে পদ্ধতিতে গোসল করা মুস্তাহাব বা উত্তম; ফরয নয়।

ফরয ও জায়যে পদ্ধতরি গোসল হচ্ছে-

১। ব্যক্তি অপবত্রিতা থকেে পবত্রি হওয়ার নয়িত করবে; সটো জুনুবি অবস্থা হোক কংিবা হায়যে হোক কংিবা নফিাস হোক।

২। এরপর সারা শরীর ধৌত করবে। শরীররে লোমরে নীচে পানি পৌঁছাবে। যসেব স্থানে সাধারণত পানি পৌঁছে না সসেব স্থানে পানি পৌঁছাবে যমেন- দুই বগল, দুই হাঁটুর নীচে। এর সাথে আলমেদরে বশিুদ্ধ মতানুযায়ী, গড়গড়া কুলি ও নাকে পানি দবিে।

শাইখ উছাইমীন (রহঃ) 'আল-শারহুল মুমতি' গ্রন্থে (১/৪২৩) বলনে:

এ পদ্ধতরি গোসল যে বধৈ গোসল এর সপক্ষে দলিল হচ্ছে আল্লাহর বাণী: "যদি তোমরা জুনুবি হও তাহলে প্রকৃষ্টভাবে পবত্রিতা অর্জন কর।"[সূরা মায়দো, আয়াত: ৬] এখানে আল্লাহ তাআলা অন্য কছিু উল্লখে করনেনি। যে ব্যক্তি তার সারা শরীর একবার ধৌত করছে তার ব্যাপারে সে প্রকৃষ্টভাবে পবত্রিতা অর্জন করছে এ কথা বলা যায়।

গোসলরে পূর্ণাঙ্গ পদ্ধতি হচ্ছে-

১। বড় অপবত্রিতা থকেে পবত্রি হওয়ার নয়িত করবে। সটো জানাবাত হোক, হায়যে হোক কংিবা নফিাস।

২। এরপর বসিমল্লিাহ বলবে। দুই হাত তনিবার ধৌত করবে। লজ্জাস্থানরে ময়লা ধৌত করবে।

৩। তারপর নামাযরে ওযু করার ন্যায় পরপিূর্ণ ওযু করবে।

৪। এরপর মাথার উপর তনিবার পানি ঢালবে। চুল ঘষা দবিে যাতে চুলরে গোড়ায় পানি পৌঁছে।

৫। অতঃপর সারা শরীরে পানি ঢালবে ও ধৌত করবে। ডানপার্শ্ব দিয়ে শুরু করবে। এরপর বামপার্শ্ব ধৌত করবে। সারা শরীরে যেন পানি পৌঁছে সেজন্য হাত দিয়ে ঘষামাজা করবে।

গোসলের এই মুস্তাহাব পদ্ধতির দলিল হচ্ছে-

আয়শো (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন জানাবাতের (অপবিত্রতার) গোসল করতেন তখন তিনি তাঁর হাত দুইটি ধৌত করতেন, নামাযের ওযুর ন্যায় ওযু করতেন। এরপর গোসল করতেন। হাত দিয়ে চুল খিলাল করতেন; যতক্ষণ পর্যন্ত না তিনি মনে করতেন যে, চামড়া ভিজেছে। তিনি মাথার উপর তিনবার পানি ঢালতেন। এরপর সারা শরীর ধৌত করতেন।"[সহিহ বুখারী (২৪৮) ও সহিহ মুসলিম (৩১৬)]

আয়শো (রাঃ) থেকে আরও বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন: "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন জানাবাতের গোসল করতে চাইতেন তখন তিনি একটি পাত্র আনতে বলতেন; যেমন- হিলাব (উটের দুধ দোহনের পাত্র।) তিনি হাত দিয়ে পানি নিতেন। ডান পার্শ্ব থেকে গোসল শুরু করতেন। এরপর বামপার্শ্ব। এরপর দুই হাতে পানি নিয়ে মাথার উপর পানি ঢালতেন।"[সহিহ বুখারী (২৫৮) ও সহিহ মুসলিম (৩১৮)]

হিলাব: যে পাত্রে দুধ দোহন করা হয়।

দেখুন 10790 নং প্রশ্নোত্তর।

এ বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ মাসয়ালা হলো-

বড় অপবিত্রতা থেকে গোসল করলে সেটা দ্বারা ওযুও হয়ে যায়। তাই যে ব্যক্তি পরিপূর্ণ পদ্ধতিতে গোসল করছে কিংবা জায়েয পদ্ধতিতে গোসল করছে উভয় ক্ষেত্রে তাকে পুনরায় ওযু করতে হবে না। তবে, গোসলকালে যদি ওযু ভঙ্গের কোন কারণ ঘটে তাহলে পুনরায় ওযু করতে হবে।

আরও জানতে দেখুন 68854 নং প্রশ্নোত্তর।